প্রত্যুত্তরী কবিতা

অনাম আন্দ্রেসের

একক ইশ্তাহার

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

সবই হয়তো আমার কবিতা। বুঝতে পারলাম আমি কবিতা লিখতাম, বাংলা জানি, শুধু জানিনা আমি কে। আমি কোথায়? আমি কেন? আমার মা কে? বাবা কে? দূর থেকে, বিস্মৃত ভূগোলের মোছা ইতিহাস থেকে ভেসে এলো একটা কোরাস গান –

বাবা কে তোর, বাবা কে তোর, বাবা কে তোর রেফারি?
বাপ নেই ঘরে, বাপ নেই ঘরে, বেজম্মা তুই রেফারি।

~ * ~ * ~

ওদিকে যে দ্বীপান্তর, যেখানে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল, সেখানকার হাসপাতাল জানালো আমার ক্রুজ শিপের নাম – unspoken aim – অব্যক্ত লক্ষ্য। তাঁরাই জানালেন কীভাবে ঝড়বাতাস বয়েছিলো, আচমকা ডুবে গিয়েছিলো সূঁয, আর সে অকপট সূর্যাস্তের টানে এঞ্জিনের গোলোযোগে ডুবোপাহাড় বাঁচাতে না পেরে কীভাবে কীভাবে 'অব্যক্ত লক্ষ্য'... কীভাবে সাহায্য আসতে পারেনি ঘড়ি ধরে, কীভাবে... আরো কতরকম কীভাবে... আমার শুধু মনে আছে কাদার নবজন্মে, নবজ্ঞানের পর সেই খিদের কথা। এক মুহূর্ত, যার পূর্বজ নেই, পশ্চাত নেই। কাদার মধ্যে খপ করে দু একটা শ্লথ শামুক। সাগরজলে ধুয়ে কাঁচা খেয়ে নিলাম। আশ্চর্য! আমার ধুয়ে খাবার কথা মনে ছিলো, মনে ছিলো সাগর নোনতা, উদয়ের দিশা পূর্ব, অস্তগামীর পশ্চিম, আমার মনে ছিলো এই সমস্ত সমস্ত বাংলাভাষার অপরূপ শব্দধ্বনিযতি। শুধু আমার নিজের নাম মনে পড়লোনা। এমনকি আজকেও না। কদাপি না।

~ * ~ * ~

যেখানে দাঁড়িয়ে শামুক খেলাম তার কাছের গাছ থেকে উড়ে গেলো এক অনন্যা নীলকণ্ঠ। কাছে গিয়ে দেখলাম বাদামগাছ। পরে জানলাম ওগুলো পাইন নাট্। তাকে ঝাঁকাতেই মাটিতে মুঠো মুঠো মুক্তোদানা, যাদের আর কোনো দাবিদার নেই। আমি একা। আমার একাকী। খেলাম, আর আঁজলা ভরে আউন্স আউন্স সাগরের জল। কী আশ্চর্য! আমার আউন্স-লিটারের সম্পর্ক পর্যন্ত মনে ছিলো, আরো কত সম্পর্কের কথা। এরপর আমার তোড়ে প্রস্রাবচাপ এলো। কাদামাখা প্যান্ট শুকিয়ে গিয়েছিলো। খুলে বিয়োগ করে হঠাৎ শিশ্ন ভীষণ শক্ত হলো। অচেনা শূন্য উদ্দেশ্যে। এরপর কাম এলো। আশরীর তাড়িত এক। অভিধানে 'কাম' এর পরের শব্দটা মনে পড়লো – 'কাল'। ভেজা তর্জনী দিয়ে বেলাভূমির নরম পুলটিসে একে একে লিখলাম – কাম, কাল, শামুক, বাদাম, জল, গাছ, নুন, সীমান্ত, গগন... বসুন্ধরা। লিখে চরম হর্ষে চমকপ্রদ। বাংলা ভাষা! আমার মনে আছে! আমি যে বাঙালি!

~ * ~ * ~

উদ্ধৃত ও হাসপাতালী হবার প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম মাতৃকার চেয়েও উদ্বেল ভাষা। মাকে মনে পড়লো না। অথচ ভাষা খল্‌বল্ করছিলো নতুন জলাশয়ের সমগ্র জুড়ে। বাংলা। আর কোনো ভাষার নাম মনে পড়েনি তো! প্রমোদতরী নাকি উত্তর আমেরিকা থেকে ছেড়েছিলো – খবর এলো। তা সে যেখান থেকেই ছাড়ুক! আমি যে বাঙালি!

~ * ~ * ~

ফলত কম্যুনিকেশন মার খেল। কেননা ডাক্তার, নার্স চিনতে পারলেননা আমার ভাষা। আর আমিও বলতে পারলাম না আমার ভাষার নাম। নিজের নামের মতোই হারালো ভাষার নাম। অক্ষি, তর্জনী আর মুখের পেশীকে কলম করে চালিয়ে নিলাম ইশারাভাষা।

~ * ~ * ~

কেবল এটুকু জানতে পারলাম এ দেশটার নাম কলোম্বিয়া, আর এ দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় যে দ্বীপ, সেখানেই আমার হাসপাতাল। দ্বীপের নাম 'টিয়ারঙ', না না, ... 'সান আন্দ্রেস'।

‘আমরা অল-ইন্ডিয়া-রেডিও থেকে আসছি। আগামী মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জানেন তো? এই দিবস সম্বন্ধে কিছু বলুন’

‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ নিয়ে আমি অমন আচমকা,
ইম্প্রম্পট্যু কিছু বলতে পারিনা। তাছাড়া, অসুস্থ হবার পর
থেকে মা মাঝে মাঝে ইংরেজিতে কথা বলে আজকাল। তা
ব’লে, ইংরেজি নিশ্চয় আমার মাতৃভাষা নয়।

সে যে এক কোনকালের বসন্তে
বাসায় বাসায় কোকিলেরা এনেছিলো জেন্ট্রিফিকেশন
তাতে বীটরুটের শেকড় বদলায়নি

চোখ খুললো যেই, ভাষাবোধির একটা আলো থাকেনা?
তা সে আলো তো ছিলো বাংলা -
উঠে এল দীর্ঘ, শায়িত, ঘননীলাঞ্জন এক সাগর টোস্টে
এল এক নৌকটকে যেন
যার ওপর নতুন মেঘের তোলা মাখন টেনে দিচ্ছে কেউ
আর নীলটোস্টের গায়ে গায়ে উঠছে উষ্ণ বেগনি রোঁয়া
আমি কামড় দিতে ছটফট করি ...

কতবার তো দেখেছি এসব ছবি, কতরকমের আয়তক্ষেত্রে
স্ফটিকের মধ্যে থেকে, বাইরে থেকেও
কিন্তু এবারের দেখা এক অব্যাখ্যাত রূপ, আকারের অনুবেদন
যেন নীল জঠরের আক্ষরিক আঁশে বোনা কাপাসী মখমল!

সেখানে আধশুয়ে ভাবছি
ভাষাই কি সর্বোচ্চ আত্মপরিচিতি?

‘যখন ধারণার সাম্রাজ্যপতন আসে, সামনে সহস্র চূর্ণ বিস্ময় হয়ে ভূলুণ্ঠিত, একটা ফেরাও আসে সেসময়ে - প্রায়োগিক, মৌলিক কিছু অনুসন্ধানে ফেরা যা কিন্তু পূর্বে পাওয়া শাস্ত্রের আগুনে সেঁকে নেওয়া, পোক্ত।’

– মিখাইল আয়াম্পোল্স্কি

ইতিহাসের গঠন ও রূপান্তর এত দ্রুত এখন
আলোর গতির কথা মনে পড়ে যায়
ঘন, তীব্র এক বুকে ইতিহাসের বাসনা-বোঁটার মুখে
নয়নতারার সাদা ফুটে ফুটে ওঠার কথা বলছে।

সংস্কৃতির যা কিছু মনে পড়ে তার মধ্যে
মুখোশ ও নাচের তাল এত দ্রুত বদলাচ্ছে
আয়না তা ধরে রাখতে পারেনা।

মুখোশ আর আয়নার মধ্যে কী যেন একটা সম্পর্ক ছিলো
কী যেন একটু আগেই লিখেছি
আচ্ছন্ন কুয়াশা আর গাঢ় আলোর ঝলকানি
দুটোই দেখার অন্তরায়।

যারা সুন্দরী মোমবাতি বানায়, হয়তো জানে
কল্পনাকে সঞ্চয় করার গুণ

'লেখকের স্থবিরতাই জগতকে সচলতা দিয়ে যায়' - রোয়ে-জুর্নো

ডালের পীচ ডালেই পচে
মেঘনার বোয়াল জ্যোৎস্নার পাথরে এক ঝাঁক
উঠে এলো মৃতকাঁটায়
তুষার ভোরে পায়ে পায়ে পড়ে থাকা রক্তের সেমিকোলন,
মরা কার্ডিনাল, লাল পাখি -
লঘুবিষাদকে ঘিরে এসব যে আয়োজিত
তাকি বিষাদের বোধাংশ?

ইন্দ্রিয় একটা চাঞ্চল্য টের পায়
এমনকি কাচের মলাট, পর্দার ওপরেও
কল্পবাসের ওপর আঙুল দিয়ে
বোধ বুদ্ধি হচ্ছে, হচ্ছে কল্পবাস্তব।
ভেসে থাকার মধ্যে একটা নৌকোর কাঠামো এলো
নৌকোর অস্তিত্বটা যে বোঝালো - সে অনুভব
ভাগজীবনের পাটাতনগুলো ঘরের নন্দনে
যে আলোছায়া আনে, যে এন্ত্রয়ডারি
তাকে তুমি বুঝতে পারো?

'সকল মানব অভ্যন্তরই কিছুটা নারীবাদী - তাই স্বপ্নে, কল্পনোল্লাসে আসে অনেক মেয়েলিতা' - কার্ল ইয়ুঙ

তনিমা ও অণিমার কথা লিখেছিলাম, মনে আছে?
যারা দেয়ালে টাঙানোর দুইদিকে থাকে
মুখোশের

আড়াল জিনিসটা এক মধ্যবর্তী। প্লাস্টিক।
দু-তরফা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে টানটান।
দুমড়ে মুচড়ে ওঠা সেলোফেন
যার একদিকের গোলাপ অন্যদিকে বৃষ্টি চায়

দেখা হয় ঝড়ের রাতেই
আর মিলনাত্মক এই দেখার মধ্যে তনিমা আর অণিমা কিন্তু
নিজেদের বিষ ঝাড়ে চাক্কু খুলে ফেলে, চালিয়েও দেয়

অথচ যাদুকর কাঁদছে রেস্তোঁরায় বসে
কোনো ঘটনার মুখোমুখি না হয়েও
সাদা ভূদৃশ্যের ওপর হিমজানলা আর খয়েরি ঘোড়া চরছে।

টোপোগ্রাফি, যা অভিজ্ঞতার সামগ্রী, মূলধনও বলা যায়
অতীতের এক ঝলক নুন তার চোখের কোলে তুলে দিয়েছে
মনে হচ্ছে

তুষারসীমান্তের পরের সীনেই রাধাচূড়োর ফেটে পড়া
বিবেকানন্দ পার্ক ভরা আছে স্মৃতিসুধায় থোকা থোকা
অশ্রুর উৎপাদন প্রক্রিয়া।
যেটা ভরাট অনুভবে ভারী সেটাই বহতা, যৌথ
হ্রদের ওপর ক্যানুউগুলো দেখো

‘যে বস্তু তোমায় ঘিরে আছে, তুমি তাতে বন্দী; তাকে ব্যাখ্যা করো...’ হারিস ভ্লাভেনোস

বস্তুর রূপান্তর চাইলে তার গর্ভবন্দী হতে হয়
অন্তরীণ বদলই উন্নয়ন আনে
দৃশ্যরূপে সাধারণত যা হয় -
আকাশ তার ভাবনাবস্তু গড়তে পারেনা
ভোরের মাথা হয় খুব খালি আর নয় বিনভর্তি নোংরা
ডেস্কটপের কোণে
অমলতাসে বসন্ত ফাটে, শব্দ হয়
সময়তুলো, সময় নেয়
আমার মার্গারিটা ফুরিয়ে আসছে
ফুরিয়ে আসছে পরের গ্লাসের সাঙ্গ্রিয়া
অতঃপরের পিঙ্ক-মার্টিনি

ঠিক তাই। সাহিত্য অসমাপ্ত বলেই
আমরা আরো অনিঃশেষ প্রকাশে যাচ্ছি।
বাড়ি যতো ভাঙে
বেড়ে যায় নতুন নতুন জানলার জায়গা
টেবিলের সিলভার-ওয়ের
পড়ে থাকে কাপড়ে মোড়া।

‘আত্মন এক কল্পগঠন, যেসব অংশ দিয়ে তার নির্মাণ,
সব একে অন্যের মতো যাতে অন্যের দিকে চেয়ে
তারা নিজেদের দেখতে পায়, ফলতঃ অনিশ্চিত’। - লাকঁ

আমাদের সর্বনামে কোনো নামই নেই
আমাদের সর্বনামে লিঙ্গও উহ্য
পরি বললে পরী বললে আমরা মেয়ে বুঝি
বুঝিনা সার্বিকতা, বুঝিনা প্রেত
যার লিঙ্গ আছে যোনি নেই
তবু তাকে অনবয়ব দেখি, তার ওসব দেখতে পাইনা

দেখে পর্যবেক্ষক
আমাদের পর্যবেক্ষক, দেখনসই, দেখবন্ধু
যে দেখে নিজেকে আমাদের ওপরে, ভেতর দিয়ে
আভাসে ও রূঢ়তায় স্বচ্ছতায় দাঢ়্যে
যেমন স্ফটিকের রেকাবী ধরা আমাদের হাত দেখা যায়
স্ফটিকেরই ভেতর দিয়ে

আমি আমার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি
শাসকের ভাষাই শোষিতের হোক
হাতানোই হোক হাতিয়ার

আমি বাংলায় লেখা কমিয়ে দিচ্ছি

যে ধরাছোঁয়ার খেলা নিচের বাগানে
শিশুদের প্রত্যেক ছুটে মূর্ত
আঠারো তলার বড়োদের ঘরে তার কোনো ধরতাই নেই
নেই সংজ্ঞা শনাক্তিকরণ

‘দুর্ঘটনাই জীবনের প্রকৃত পরিচালক, নিষ্ঠুর, মমত্বময় ও মনোমুগ্ধকর।
দুর্ঘটনা অনিশ্চয়তা বা দুর্ভাগ্য নয়, দৈবের যদৃচ্ছা’
- Night Train to Lisbon

কারণ তার মধ্যে নাটকের এক বহির্প্রচ্ছদ আছে; সংকেতসমূহ
গ্রীনরুম গড়ে ওঠে তাকে নিয়ে
যেমন মন্ত্রমুগ্ধতা কীভাবে দেখাবো তার কথা হচ্ছে,
তখন দুজন পক্ষ্ম লাগাবার আপ্রাণ চেষ্টায়
আটটা বোল্ট আটটা নাট খুলতে হয়
জ্যাক লাগিয়ে সব ঠেলে তোলার পর
চাকা বদলে যায়।

উঠবে সন্ত্রাসের কথাও। সেও কি নয় দৈবের যদৃচ্ছা?
নিয়মভাঙাদের সমস্ত নিয়োজনের মাঝখান দিয়ে সে চিরে যাচ্ছে
যদিও এ তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলোনা।
প্রাতিষ্ঠানিক যুদ্ধযন্ত্র তার স্বার্থ দেখেনি, দেখেছে
বেড়ার ইধার-উধার, মানচিত্রে রেখার লড়াই ।

সন্ত্রাস তাই সোলো পড়েছে
গড়েছে আপনার নিজস্ব বিপথ।
হয়তো একদিন অথচ
তার জন্যই বে-আইনি হবে
সমস্ত সমান্তরাল সাহিত্য
আর আমাদের লড়ে যাওয়া ও মরে যাওয়া
দুটোই বেকার হবে।

‘যে শরীর রন্ধ্রবহুল, আগ্রাসনের স্বাভাবিক দাস। রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে কামনা ও নিপীড়নের যাতায়াত। লিঙ্গিক চেতনার এ এক বিরাট রহস্য। লিঙ্গ আত্মসচেতন এক সামাজিক-জেনেটিক বিমূর্তায়ন। রন্ধ্র চায় যাতায়াত - এক অসমোসিস। ... এই মেলামেশার মধ্যে যেমন আন্তরিকতা ও নৈকট্যের কামনা, তেমনই কিন্তু ক্ষমতার বোধ ও তার ইতিহাস। সুখের রূপ ধরে ধর্ষণের সম্ভাবনা।’
- লাকঁ

আসলে বাঘের ঘরেই ঘোঘের বাসা। জানতেনা? এর জন্য লাকঁ লাগে না। কে বস্তু? বস্তু আবার কি? যাকে তুমি বাস্তব বলো, আসলে প্রকৃত এক বি-বাস্তব সে
বস্তু = পরিবর্তনশীল = মর = অসত্য, ফলত অবস্তু

বাড়ি ভাবে ক্রান্তদর্শী তাকে, সেখানে জানলা পায়, দরজা পায় ।
নাগাল পায় তার বহুরন্ধ্রের
প্রবেশ করে আর ধাক্কা খায় নিরেটে, অবস্তুর চিরস্থায়িতায়
দৃঢ়তা মুচড়ে যায় রক্তাক্ত পঙ্গু শিথিলতা যে
যন্ত্রণার কাঠামো ধরে ধরে লতিয়ে উঠছে
সেখানে স্নায়বিক অন্ধতা ছাড়া আর কোনো অজ্ঞানের দেওয়াল নেই

শরীরের আছে ক্রান্তিক্ষণ, প্রহরযতি, ঋতুমলয়
আর শরীরী? তাতে অশেষ এঁকেছে তার সমস্ত উল্কি।

শরীরের অসুখ
অসুখ একসময় সেরে যায়।

বা সুখ হয়ে ওঠে অশরীরী
ঋতু, যে সময়ের নয় আসে সে অন্য সময় শরীরে

বাড়ি ভেঙে যায় ওঠে এক নতুন কাঠামো, ভারা বাঁধে
নতুন স্থাপত্য নবনকশা
তবু ঠিকানা এক।

কটা অক্ষর কটা সংখ্যা গুরু না গুরুত্ব –
কে জানে সে যে কী
জামা পালটায় ইঁট বদলায় ফ্রেম আলাদা
তবু ঠিকানা এক সেম শরীর অনন্য, অভিন্ন ছবি

বাড়ি ভেঙে যায় ওঠে নতুন কাঠামো, বাঁধে ভারা
নতুন স্থাপত্য, নবনকশা
তবু একই ঠিকানা।

Copyright © 2018 Aryanil Mukhopadhyay Published 31st Dec, 2018.

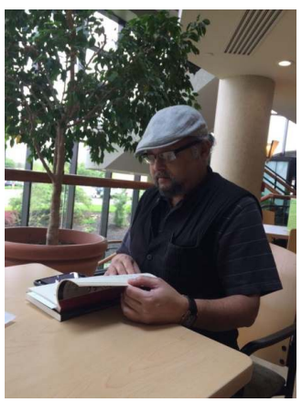

আর্যনীল মুখোপাধ্যায় দ্বিভাষিক কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক, চিত্রনাট্যকার ও তত্ত্বাবধায়ক। বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে ৯টি কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে - স্মৃতিলেখা, সুনামির এক বছর পর, ও খেলার নাম সবুজায়ন। পাঁচটি গদ্য/প্রবন্ধের বই,একটি মার্কিন প্যাম্ফলেট, অসংখ্য দ্বিভাষিক অনুবাদ। ওঁর মূল ইংরেজী কবিতা ও হিন্দী, ডেনিশ ও ইস্পানিতে অনূদিত কবিতা সংকলিত হয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, চিলে ও কানাডা থেকে প্রকাশিত একাধিক সংকলনে। কৌরব ও The MUD Proposal পত্রিকার সম্পাদনা করেন সিনিসিন্যাটি থেকে। পেশা কারিগরি গণিত।